দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

স্কুলে ভর্তির জন্য ডোনেশন

'ডোনেশন' শব্দটির সাথে আগে মানুষ পরিচিত ছিল না। অথচ নিকট অতীত হইতে ইহা শহরবাসী প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি শব্দ। মধ্যবিত্তদের জন্য ডোনেশন একটি সমস্যাও বটে। আগে ভর্তি সমস্যা খুব একটা ছিল না বলিয়া হয়তো তাহার অস্তিত্বও ছিল না। বর্তমানে প্রতি বছরের শুরুতে দেখা দেয় বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি সংকট। নগরীর নামকরা স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চলে তীব্র প্রতিযোগিতা। সেই সাথে অভিভাবকগণও সন্তানকে ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য উদগ্রীব থাকেন। এই ভর্তি সংকটকে পুঁজি করিয়া ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহরের অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ বেশ বড় অঙ্কের টাকা আয় করিয়া থাকেন। অনেকেই এই ডোনেশন দিতে অপারগ হইয়া সন্তানকে নামী স্কুলে ভর্তি করাইবার আশা পরিত্যাগ করেন।

'ডোনেশন' সমস্যা সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষার মান সব স্কুলে সমান নয়। তাই 'ভাল' বলিয়া খ্যাত স্কুলগুলি এই সুযোগকেই কাজে লাগাইয়া থাকে। কোন কোন স্কুলের উন্নয়নের জন্য টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতি ক্লাসে ২/১জন ছাত্র বা ছাত্রীকে ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করাইতে পারেন। কিন্তু উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হইবার পর ডোনেশন প্রথা বাদ দিলে তবেই স্কুল কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন কোন প্রতিষ্ঠিত স্কুল প্রতি বছর বিপুল ডোনেশনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ ভিকারুন্নেসা নুন স্কুলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতি বছর এই স্কুলে কিছু সংখ্যক ছাত্রী ভর্তির জন্য ডোনেশন নেওয়া হয়। এই বছর ডোনেশনের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা। আমাদের মত গরীব দেশে এমন অভিভাবকও আছেন যাহারা এক লক্ষ টাকা ডোনেশন দিয়া সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাইবার ক্ষমতা রাখেন। অথচ এত টাকা ডোনেশন নেওয়া ও দেওয়া দুই-ই নিন্দনীয়। আর 'ডোনেশনের মাধ্যমে সাধারণতঃ স্বল্প মেধার ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশি ভর্তি হয়। ফলে রেজাল্টও আশানুরূপ হয়না। তাই প্রতিষ্ঠিত স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি পেশাদারী মনোভাব পরিবর্তন করিয়া মেধার মূল্যায়নের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করান, তবে রেজাল্টের ক্ষেত্রে মোটামুটি সমতা আসিবে। আর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও উক্ত আসনগুলিতে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারিবে।

–আয়েশা মেহেরুন্নেসা
ভূগোল বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।